দিল্লি ডায়ালোগ-VII—'আশিয়ান-ভারতঃ ২০১৫ পরবর্তী ভবিষ্যতের রূপরেখা নির্মাণ'

১. আশিয়ান-ভারত স্ট্র্যাটেজিক অংশীদারি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এবং আশিয়ান-ভারতের সম্পর্কের সকল অর্ন্তনিহিত বিষয় সম্পর্কে বৌদ্ধিক চিন্তনের উদ্দেশ্যে ট্র্যাক-১.৫ বার্তালাপ পরকিরিয়ার নাম দিল্লি ডায়ালোগ।

২. আগামী ১১-১২ মার্চ ২০১৫ যথাকরমে নয়াদিল্লির ওবেরয় হোটেল ও আইডিএসএতে দিল্লি ডায়ালোগের সপ্তম পর্যায় অনুষ্ঠিত হবে.। উভয়পক্ষের রাজনৈতিক নেতা,নীতি প্রণয়নকারী,উচ্চস্তরীয় আমলা,কূটনীতিবিদ,বণিক প্রতিনিধি,বুদ্ধিজীবি,শিক্ষাবিদরা দুদিনব্যাপী বার্তালাপে অংশগ্রহণ করবেন।

৩. ভারত সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রক ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসিস(আইডিএসএ),দ্য ফেডারেশান অব ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ফিকি), ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স(আইসিডব্লিউএ),সিঙ্গাপুরের ইনস্টিটিউট অব সাউথ ইন্ডিয়ান স্টাডিজ(আইএসএএস),সিঙ্গাপুরের SAEA গ্রূপ রিসার্চ, মালয়েশিয়ার দ্য ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ(আইএসএস), নয়াদিল্লির আশিয়ান-ভারত সেন্টার,জাকার্তার আশিয়ান ও পূর্ব এশিয়া বিষয়ক দ্য ইকনোমিক রিসার্চ (ইআরআইএ), থাইল্যান্ডের দ্য ইনস্টিটিউট অব সিকিউরিটি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর রিসার্চ অন ইন্টারন্যাশনাল ইকনোমিক রিলেশানস(আইসিআরআইইআর), দ্য কনফেডারেশান অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ(সিআইআই),দ্য অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অব ইন্ডিয়া(অ্যাসোচেম),মুম্বাইয়ের অল ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশান অব ইন্ডাস্ট্রিজ(এআইএআই) এবং কলকাতার ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স(আইসিসি)র সহযোগিতায় DD VII —এর আয়োজন করা হয়েছে।

৪. এই বছরের আলোচ্য বিষয় হলো-'আশিয়ান-ভারতঃ ২০১৫ সাল পরবর্তী ভবিষ্যত রূপরেখা নির্মাণ'। দিল্লি ডায়ালোগ-VII কে তিনটি ভাগে বিভকতো করা হয়েছে-উদ্বোধনী,বাণিজ্য বিষয়ক ও বৌদ্ধিক চিন্তনের। ১১ মার্চ ২০১৫ সন্ধ্যায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী উদ্বোধনী অধিবেশনের সুচনা করবেন। তিনি অধিবেশনের মুল প্রতিপাদ্য ভাষণ দেবেন।

৫. এই সম্মেলনে যাঁরা যোগদান করবেন বলে নিশ্চিত করেছেন,তাঁদের মধ্যে রয়েছেন-থাইল্যান্ডের উপপ্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী সম্মানীয় জেনারেল তানাসাক

পতিমাপ্রাগন, কাম্বোডিয়ার শিক্ষা,যুব ও কীড়া বিভাগের মন্ত্রী সম্মানীয় ডঃ হান ছুয়ন নারোন, ইন্দোনেশিয়ার বিদেশমন্ত্রকের সহকারী মন্ত্রী সম্মানীয় মিঃ এ এম ফাচির, মায়ানমারের উপবিদেশমন্ত্রী সম্মানীয় মিঃ উ তিন ঊ লুইন, আশিয়ান সচিবালয়ের উপমহাসচিব সম্মানীয় ডঃ একেপি মোখতান, লাওসের ইনস্টিটিউট অব ফরেন অ্যাফেয়ার্সের মহাঅধিকর্তা সম্মানীয় মিঃ ইয়ং চানথালাংসি, ব্রুনেই ডারএসসালামের বিদেশ ও বাণিজ্য মন্ত্রকের স্থায়ী সচিব সম্মানীয় দাতো পাডুকা হাজি এরিয়ান বিন পেহিন ইউসুফ, মালয়েশিয়ার বিদেশমন্ত্রকের উপমহাসচিব সম্মানীয় দাতো রামলাল ইব্রাহিম, সিঙ্গাপুরের বিদেশমন্ত্রকের উপসচিব(আর্ন্তজাতিক বিষয়) সম্মানীয় মিঃ সাইমন অং,ফিলিপাইনসের উচ্চশিক্ষা নিগমের একজিকিউটিভ অধিকর্তা সম্মানীয় মিঃ আট্টি জুলিটো ডি ভিট্রিওলো এবং ভিয়েতনামের ভারতে নিযুকতো রাষ্ট্রদূত সম্মানীয় মিঃ হন টন সিন থান।

৬. ‘ভারত ও আশিয়ানের মধ্যে কানেকটিভিটি নির্মাণ’ ও ‘ ভারত-আশিয়ান স্ট্র্যাটেজিক অংশীদারির ভবিষ্যত রূপরেখা’ বিষয়ে ভাষণ এবং নির্বাচিত বকতারা বকতব্য রাখবেন। ভারত ও আশিয়ানের মধ্যে সেতুবন্ধনের উদ্দেশ্যে এবং ভারতের ‘অ্যাকট ইস্ট’ নীতির উন্নয়নের অঙ্গ হিসাবে উত্তরপূর্ব ভারতের মুখ্যমন্ত্রীদের কানেকটিভিটি বিষয়ের উপর মতামত দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মণিপুর মুখ্যমন্ত্রী মিঃ ওকরাম ইবোবি, মেঘালয় মুখ্যমন্ত্রী মিঃ ডঃ মুকুল সাংমা,নাগাল্যান্ড মুখ্যমন্ত্রী মিঃ টি আর জেলিয়াং এবং আসামের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীমতী অজন্তা নিয়োগি অংশগ্রহণ করবেন।

৭. এই প্রথম DD VII –তে একটি অধিবেশন কেবলমাত্র বাণিজ্য সংকরান্ত বিষয়ে রাখা হয়েছে। এই অধিবেশন হবে ১১ মার্চ ২০১৫। আশিয়ান সচিবালয়ের উপমহাসচিব সম্মানীয় ডঃ একেপি মোখতান বাণিজ্য সংকরান্ত বিষয়ে মুল ভাষণ দেবেন। এরপরেই ‘আশিয়ান ইকনোমিক কমিউনিটিঃ আশিয়ান ও ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে সুফলের সম্ভাবনা’,বিশেষ করে ভারতের মেক ইন ইন্ডিয়াতে আশিয়ানের যোগদানের বিষয়ের প্রতি কেন্দ্রীভুত করে এবং ভারতের আঞ্চলিক উৎপাদন সমুহের নেটওয়ার্ক ও মুল্যযুকতো পণ্যর বিপণন মালা বিষয়ে এবং ‘ভবিষ্যতের আর্থিক সহযোগিতার মুল চালিকা শকতি হিসাবে পরিষেবায় বাণিজ্যের ভুমিকাঃ ভারত ও আশিয়ানের মতামত’ বিষয়ে দুটি আলোচনাচকরো অনুষ্ঠিত হবে ।যেখানে এই বিষয়ে মতামত বিনিময় করা হবে।

৮. নয়াদিল্লির ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যান্ড অ্যানালিসিসি সংস্থায় ১২ মার্চ ২০১৫ বৌদ্ধিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এখানে চারটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এগুলি হলো- ভুরাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক,আর্থিক বিষয় এবং অগ্রগতির রূপরেখা। আলোচনাচকরে অংশগ্রহণকারীরা যেসব বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করবেন সেগুলি হলো- সামুদ্রিক নিরাপত্তা, জ্ঞানপ্রাপ্ত সমাজ নির্মাণ,পারস্পরিক ডিগ্রির স্বীকৃতি সহ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ,সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করা এবং জনতার সংগে জনতার সম্পর্ক বৃদ্ধি ,আঞ্চলিক উৎপাদন নেটওয়ার্ক ও মল্যুযুকতো পণ্যবিপণনের মধ্যে এক যোগসূত্র তৈরি করা,পরিকাঠামো ও কানেকটিভিটি এবং আশিয়ান-ভারতের ভবিষ্যত সম্পর্ক অগ্রগতির রূপরেখা নির্মাণ বিষয়ে। এইসব আলোচনার অভিমুখ হবে ভারত ও আশিয়ানের স্ট্র্যাটেজিক অংশীদারি দীর্ঘমেয়াদী ভাবে সুদৃঢ় করা।

৯. দিল্লি ডায়ালোগের সপ্তমের পর্যায়ের পরেই ১৪ মার্চ ২০১৫ সপ্তদশ আশিয়ান-ভারত উচ্চপর্যায়ের আমলাদের বৈঠক। যেখানে দ্বাদশ ভারত-আশিয়ান শিখর সম্মেলনের বাস্তবায়ণ এবং আশিয়ান-ভারতের সহযোগিতার ২০১৬-২০২১ সালের পরবর্তী অ্যাকশন প্ল্যানের রূপরেখা সহ ভারত-আশিয়ান স্ট্র্যাটেজিক অংশীদারির যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

১০. ১১ মার্চ ২০১৫ —র উদ্বোধনী অধিবেশন এবং ১২ মার্চ ২০১৫-র চারটি বৌদ্ধিক অধিবেশনের সরাসরি ওয়েবকাস্ট সম্প্রসারণ দেখা যাবে।

নয়াদিল্লি

১০ মার্চ ২০১৫